সদালাপ এর কাছে আমাদের প্রত্যাশা

সদালাপ ইতিমধ্যেই সুশীল সমাজ এবং সুশীল পাঠকদের জন্যে একটি শালীনতাবোধের ওয়েব ম্যাগাজিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আমার মনে হয় এবং একান্ত বিশ্বাস এতে কেউ দ্বিমত পোষন করবেন না হয়তো। ***সদালাপ*** সম্পাদক মুক্ত চিন্তার লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সম্মান প্রদর্শন করে আসছেন জন্মলগ্ন থেকেই। অতএব বলা যায় ***সদালাপ*** সম্পাদক নিজেই একজন সুরুচীবোধ এবং শিল্পবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। যার জন্যে তিনি সুরুচীর কদর করে আসছেন। নিয়মিত চর্চা করে অনেকেই এ ওয়েব ম্যাগাজিনের মাধ্যমে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং হতে যাচ্ছেন। আর এ চর্চার সুযোগটি করে দিয়েছেন ***সদালাপ*** সম্পাদক নিজে।

বিজ্ঞাপন বিহীন একটি ওয়েব ম্যাগাজিন তিনি দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছেন। বিজ্ঞাপন হচ্ছে যে কোন প্রকাশনা, প্রচার মাধ্যমের অক্সিজেন স্বরূপ। আর সে অক্সিজেন ছাড়া যখন তিনি ম্যাগাজিনটি দীর্ঘকাল ধরে রেখেছেন। এর মানেটা হচ্ছে- তিনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। এ বদান্যতার জন্যে মধ্যপ্রাচ্যের বাঙালি লেখকদের পক্ষে এবং ***মরুপলাশ***, ***রুপসী চাঁদপুর*** ও বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম, রিয়াদ এর লেখকদের পক্ষ থেকে ***সদালাপ*** সম্পাদকের জন্যে অন্তবিহীন হেমন্তের শ্বেত-শুভ্র কাশফুলের শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

তবে ***সদালাপ*** এ যে অভাবটি আমাদের পীড়া দেয়, তা হলো সাহিত্যের পাতাটি বড়ো অবহেলিত অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অনুরোধ থাকলো সম্পাদক আ.স.ম জিয়াউদ্দিন ভাই এদিকে একটু শুভদৃষ্টি দেবেন। আরো একটি বিশেষ আবদার - যেহেতু আমি নিজে সুদীর্ঘকাল ধরে শিশু সাহিত্য চর্চা করে আসছি। সে শিশু সাহিত্যের জন্যে চাই একটি আলাদা পাতা। সেখানে শিশুরা তাদের আঁকিবুঁকির সাথে কিছু লেখালেখিও করবে। শিশু - কিশোর উপযোগী বড়দের লেখাও সেখানে থাকবে। আগামীর সুনাগরিক গঠনে লেখকদের বিশেষ ভুমিকা রয়েছে। এবং সে ভুমিকা পালনে আশা করি ***সদালাপ*** সম্পাদক লেখকদের জন্যে সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন।

সাহিত্য হচ্ছে মুণি-ঋষির সাধনার মতো ধ্যান-মগ্নতা। দেখানোপনা এতে স্থান নেই। তা করতে গেলে ইহার শিল্পবোধ-সৌন্দর্য দুই-ই ব্যাহত হতে বাধ্য। ধান্দাবাজীর ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। বাস্তবে আমাদের চারপাশে আজকাল দেখানোপনাটাই বেশী প্রাধান্য পাচ্ছে। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, হাঙ্গামা করে আর কিছু হলেও অন্তত সাহিত্য হয় না। হাঙ্গামা করে কেউ জীবনে সু-সাহিত্যিক হতে পেরেছেন বা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তা আমি কস্মিণ-কালেও বিশ্বাস করি না। নিয়মিত পড়াশোনা এবং চর্চায় ইহা অর্জন করতে হয়। কেন না সাহিত্যের নন্দন কানন কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কন্টকাকীর্ণ। এই কন্টকাকীর্ণ পথে হাটতে গিয়ে বার বার রক্তাক্ত হয়েই সাহিত্যের অনিন্দ সুন্দর ফুল ফুটাতে হয়।

...শিখতে যদি জানি / আর লিখতে যদি জানি / দেখবে লুটায় পায়ে পায়ে / সাত সাগরের পানি।...

সবার জন্যে থাকলো হেমন্তের পাকা ধানের সুবাস মাখা শুভেচ্ছা।

দেওয়ান আবদুল বাসেত
রিয়াদ, সউদী আরব।
ছয় অক্টোবর দু'হাজার চার ইংরেজী।
বাইশ আশ্বিণ, চৌদ্দশ' এগার বাঙলা।
ই-মেইলঃ marupalash@yahoo.com
rupashi_chandpur@yahoo.com
bangladesh_writers_forum@yahoo.com